ভারতের আধিপত্যবাদের মুখে সাহসী কণ্ঠ খালেদা জিয়ার: রাশেদ খান



সংগৃহীত ছবি

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের মধ্যে খালেদা জিয়ার একটি বিশেষ পরিচয় রয়েছে তিনি এমন একজন নেতা, যিনি প্রতিবেশী দেশের প্রভাব-প্রতিপত্তির সামনে নির্ভয়ে নিজের অবস্থান তুলে ধরেছিলেন। গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান মনে করেন, ঠিক এই কারণেই তিনি বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার সংগ্রামে ব্যতিক্রমী এক ভূমিকা রেখে গেছেন।

ঝিনাইদহের বৈডাঙ্গা বাজারে পথসভা শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক আলাপচারিতায় রাশেদ খান বলেন,“খালেদা জিয়া শুধু রাজনীতিবিদ নন; তিনি বাংলাদেশের মানুষকে শিখিয়েছেন কিভাবে শক্তিশালী দেশের চাপের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হয়।”

তিনি আরও বলেন, খালেদা জিয়ার জন্য সবাই দোয়া করছে এবং দেশের মানুষও চান তিনি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন। তার বক্তব্যে উঠে আসে আরেকটি বিষয়—আসন্ন জাতীয় নির্বাচন যেন নির্দিষ্ট সময়েই হয়, সেটিই এখন জনগণের প্রত্যাশা। তার ভাষ্য অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কিছু শক্তি নির্বাচনকে ঘিরে নতুন খেলায় নেমেছে, তবে গণ-অভ্যুত্থানের পক্ষের রাজনৈতিক দলগুলো এসব চাপে নতি স্বীকার করবে না।

তারেক রহমান প্রসঙ্গে তিনি জানান, দেশের মানুষ তার ফিরে আসা নিয়ে অপেক্ষমাণ। সিদ্ধান্তের দায়িত্ব বিএনপি ও তারেক রহমানের ওপরই বর্তায়, তবে জনগণের আগ্রহ স্পষ্ট।

ঐকমত্য কমিশন নিয়ে তার সমালোচনা ছিল তীব্র। তিনি বলেন, এই কমিশনের কাজ বরং রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে দূরত্ব বাড়িয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের সময় বাড়ানোর জন্য গোপনে পরিবেশ তৈরির চেষ্টাও হয়েছে। অথচ বাস্তবতা হলো—মানুষ এখন ভোট চাইছে এবং নির্বাচিত সরকারের অধীনে কাঙ্ক্ষিত সংস্কার দেখতে চায়।

বৈডাঙ্গা বাজারের ওই আয়োজন ছিল দলীয় নেতাকর্মীদের সরব উপস্থিতিতে জমজমাট। পথসভা শেষে তারা বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতার জন্য দোয়া করেন।